পরিচালক বৃন্দের আচরন বিধি

BANK ASIA PLC.

December, 2025

ভূমিকা

ব্যাংক এশিয়া পিএলসি'র পরিচালনা পর্ষদ তাদের ২৪৬তম সভায় পরিচালকদের আচরণবিধি পাস করেছে, যা বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) কর্তৃক জারি করা প্রাসঙ্গিক নিয়ম ও প্রবিধান অনুসারে সময়ে সময়ে সংশোধিত হয়েছে।

বিএসইসি দ্বারা জারি করা ২০১৮ সালের কর্পোরেট গভর্নেন্স কোডের ধারা ১.৭ (ক) অনুসারে বলা হয়েছে যে, বোর্ডের চেয়ারম্যান, অন্যান্য বোর্ড সদস্য এবং কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার জন্য মনোনায়ন ও পারিশ্রমিক কমিটির (NRC) সুপারিশের ভিত্তিতে বোর্ড একটি আচরণবিধি নির্ধারণ করবে এবং একই কোডের ধারা ১.৭ (খ) অনুসারে বলা হয়েছে যে, এই আচরণবিধি কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

সাম্প্রতি, ১২ মে, ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের BRPD সার্কুলারে বলা হয়েছে যে, ব্যাংকের বোর্ডের অডিট কমিটি, কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড-২০১৮-এ বর্ণিত NRC সম্পর্কিত কার্য সম্পাদন করবে, কারণ ব্যাংকের জন্য আলাদা কোনও NRC নেই। NRC (Audit Committee) কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত পরবর্তী পরিচালনা পর্ষদের মিটিং এ অনুসমর্ধন করে নিতে হবে।

এখন এই সংশোধিত আচরণবিধি মনোনায়ন ও পারিশ্রমিক কমিটিতে (NRC) সুপারিশের জন্য অডিট কমিটিতে উপস্থাপন করা হচ্ছে যা অনুমোদন হলে পরবর্তীতে অনুমোদনের জন্য পরিচালনা পর্ষদের কাছে উপস্থাপন করা হবে।

পরিচালক বৃন্দের আচরন বিধি

পরিচালক হওয়ার যোগ্যতা ও উপযুক্ততা ঃ-

- ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা ও উপযুক্ততার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে হবে ঃ

১) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অন্যূন ১০ (দশ) বছরের ব্যবস্থাপনা বা ব্যবসায়িক বা পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে; কোন ব্যক্তির বয়স ১৮ (আঠার) বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর কোনো কাজের অভিজ্ঞতাকে বিবেচনায় নেয়া হবে না;

২) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ন্যূনতম বয়স ৩০ (ত্রিশ) বছর হতে হবে;

৩) তিনি ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত হননি কিংবা কোনো জাল-জালিয়াতি, আর্থিক অপরাধ বা অন্যবিধ অবৈধ কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ছিলেন না বা জড়িত নন;

৪) তাঁর সম্পর্কে কোনো দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলায় আদালতের রায়ে কোনো বিরূপ পর্যবেক্ষন/মন্তব্য নেই;

৫) তিনি আর্থিক খাত সংশ্লিষ্ট কোনো নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের (Regulator) বিধিমালা, প্রবিধান, নীতিমালা বা নিয়মাচার লংঘনজনিত কারণে দণ্ডিত হননি;

৬) তিনি এমন কোনো কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন না, যার নিবন্ধন/লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে বা প্রতিষ্ঠানটি অবসায়িত হয়েছে;

৭) তাঁর নিজের কিংবা স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত ঋণের জন্য খেলাপী নন;

৮) তিনি অন্য কোনো ব্যাংক-কোম্পানী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমা কোম্পানী বা উক্তরূপ কোম্পানীসমূহের কোনো সাবসিডিয়ারী কোম্পানীর পরিচালক বা উপদেষ্টা/পরামর্শক বা অন্য কোনোভাবে লাভজনক পদে নিয়োজিত নন;

৯) তিনি একই ব্যাংক-কোম্পানীর বহিঃহিসাব নিরীক্ষক, আইন উপদেষ্টা, উপদেষ্টা, পরামর্শক বা অন্য কোনোভাবে লাভজনক পদে নিয়োজিত নন;

১০) তিনি কোনো সময়ে আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হননি;

১১) তিনি ব্যক্তিগতভাবে অথবা তাঁর ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বা অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের জন্য কর খেলাপী নন;

১২) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানীতে কোনো পদে চাকুরীরত থাকলে চাকুরী অবসায়নের ৫ (পাঁচ) বছর অতিক্রম না হলে;

১৩) তিনি কোনো ব্যাংক-কোম্পানী কর্তৃক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইচ্ছাকৃত খেলাপী ঋণ গ্রহীতা হিসেবে তালিকাভুক্ত হলে উক্ত তালিকা হতে অব্যাহতি প্রাপ্তির পর ৫ (পাঁচ) বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো ব্যাংকের পরিচালক হওয়ার যোগ্য হবেন না।

১৪) কোনো একক পরিবার হতে ৩ (তিন) জনের অধিক সদস্য একই সময়ে কোনো ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।

১৫) পরিচালনা পর্ষদে কোনো একক পরিবারের সদস্যের অতিরিক্ত উক্ত পরিবারের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বা নিয়ন্ত্রণাধীন অনধিক ২ (দুই) টি প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর পক্ষে প্রতিনিধি পরিচালক থাকতে পারবেন।

১৬) পরিচালনা পর্ষদে কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর পক্ষে ১ (এক) এর অধিক ব্যক্তি প্রতিনিধি পরিচালক নিযুক্ত হতে পারবেন না।

১৭) নিয়মিত বা চুক্তিভিত্তিক কর্মকর্তা অবসর বা অব্যাহতি বা চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ০৫ বছর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত একই ব্যাংকের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য হবেন না।

১৮) পরিচালনা পর্ষদে কোনো প্রাকৃতিক ব্যক্তিসত্তা বিশিষ্ট ব্যক্তি শেয়ারধারকের পক্ষে অপর কোনো ব্যক্তি প্রতিনিধি পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হতে পারবেন না।

স্বতন্ত্র পরিচালক হওয়ার যোগ্যতা ও উপযুক্ততা ঃ-

১) তিনি ব্যাংকের কোন শেয়ার ধারন করেন না।

২) স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে নিয়ুক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ন্যূনতম ১০ (দশ) বছরের ব্যবস্থাপনা বা ব্যবসায়িক বা পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৩) স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ন্যূনতম বয়স ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) বছর এবং সর্বোচ্চ বয়স হবে ৭৫ (পঁচাত্তর) বছর।

৪) তিনি একজন বিজনেস/কর্পোরেট লীডার অথবা ব্যুরোক্রেট অথবা তাঁকে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতি, ব্যাংকিং, ফিন্যান্স, ব্যবসায় প্রশাসন, আইন, হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। তবে, কোনো ব্যাংক-কোম্পানীর প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা হিসাব পেশায় নিয়োজিত চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট কিংবা কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্টকে স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে যেকোনো বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হলেও বিবেচনা করা।

৫) সরকারি বা বেসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ বা ব্যবসায় প্রশাসন, আইন ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষক, আইন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি, অভিজ্ঞ ব্যাংকার, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও অর্থ বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয় ও আইন মন্ত্রণালয়ের অভিজ্ঞ কর্মকর্তাগণকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা যাবে। নতুন প্রবর্তিত ডিজিটাল ব্যাংকের স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক/পেশাগত শিক্ষা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।

৬) কোনো ব্যাংক বা ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কোনো প্রকৃত স্বার্থ কিংবা দৃশ্যমান স্বার্থের বিষয়ে জড়িত কোনো ব্যক্তি উক্ত ব্যাংকের স্বতন্ত্র পরিচালক হতে পারবেন না।

৭) তিনি ব্যাংকের কোন অধিভূক্ত কোম্পানী বা সহযোগী কোন কোম্পানীর সাথে আর্থিকভাবে বা অন্যকোনভাবে সম্পর্কযুক্ত নন।

৮) ব্যাংক-কোম্পানীতে স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে নিয়োগের জন্য মনোনীত ব্যক্তির পরিবারের কোনো সদস্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানীর শেয়ার ধারণ করতে পারবেন না এবং উক্ত ব্যাংক-কোম্পানীর কোনো লাভজনক পদে নিয়োজিত থাকতে পারবেন না। পরিবার বলতে বুঝাবে স্বামী/স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, ভাই, বোন, জামাতা, পুত্রবধু।

৯) স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে মনোনীত কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যাংক-কোম্পানী, ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ ইং এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমা কোম্পানী বা উক্তরূপ কোম্পানীসমূহের কোনো সাবসিডিয়ারি কোম্পানীর পক্ষে পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত থাকতে পারবেন না। তাছাড়াও মনোনীত স্বতন্ত্র পরিচালক এরূপ কোনো কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান যা উক্ত ব্যাংক-কোম্পানী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বীমা কোম্পানীর উপর নিয়ন্ত্রণ, যৌথ নিয়ন্ত্রণ বা উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে এরূপ কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।

১০) মনোনীত স্বতন্ত্র পরিচালক ফৌজদারী কোনো অপরাধে দণ্ডিত হননি কিংবা জাল-জালিয়াতি, আর্থিক অপরাধ বা অন্যবিধ অবৈধ কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত নেই বা ছিলেন না।

১১) মনোনীত স্বতন্ত্র পরিচালক সম্পর্কে কোনো দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলায় আদালতের রায়ে কোনোরূপ বিরূপ পর্যবেক্ষণ বা মন্তব্য নেই।

১২) মনোনীত স্বতন্ত্র পরিচালক ব্যাংকিং কিংবা স্বীয় পেশায় দায়িত্ব পালনকালে কোনোরূপ অবৈধ কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন না।

১৩) মনোনীত স্বতন্ত্র পরিচালক কোনো পাওনাদারের প্রাপ্য পরিশোধ বন্ধ করেননি কিংবা পাওনাদারের সাথে আপোস রফার মাধ্যমে পাওনা আদায় হতে অব্যাহতি লাভ করেননি বা তিনি ঋণ খেলাপী নন।

১৪) মনোনীত স্বতন্ত্র পরিচালক কর খেলাপী হতে পারবেন না।

১৫) মনোনীত স্বতন্ত্র পরিচালক কোনো সময় আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হননি।

১৬) কোনো ব্যাংক কর্তৃক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইচ্ছাকৃত খেলাপী ঋণ গ্রহীতা হিসেবে তালিকাভুক্ত ব্যক্তি উক্ত তালিকা হতে অব্যাহতি প্রাপ্তির ০৫ (পাঁচ) বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো ব্যাংকের পরিচালক হওয়ার যোগ্য হবেন না।

১৭) মনোনীত স্বতন্ত্র পরিচালক আর্থিক খাত সংশ্লিষ্ট কোনো নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের (Regulator) বিধিমালা, প্রবিধান, নীতিমালা বা নিয়মাচার লঙ্ঘনজনিত কারণে দণ্ডিত হননি।

১৮) মনোনীত স্বতন্ত্র পরিচালক এমন কোনো কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের মালিকানার সাথে যুক্ত ছিলেন না, যার নিবন্ধন/ লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে বা প্রতিষ্ঠানটি অবসায়িত হয়েছে।

১৯) তিনি কোন স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য, পরিচালক বা কর্মকর্তা নন।

২০) তিনি কোন স্টক এক্সচেঞ্জ এর সদস্য কোম্পানীর বা পুজীবাজারের কোন মধ্যস্থকারি প্রতিষ্ঠানের শেয়ারহোল্ডার, TREC ধারক, পরিচালক বা কর্মকর্তা নন।

২১) তিনি ব্যাংকের বহিঃনিরিক্ষক প্রতিষ্ঠানের কোন অংশীদার বা নির্বাহী নন অথবা বিগত তিন বছর পর্যন্ত এর অংশীদার বা নির্বাহী ছিলেন না।

২২) তিনি একই সাথে পাঁচটির অধিক তালিকাভূক্ত কোম্পানীতে স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত নন।

২৩) তিনি একজন সাবেক বা বর্তমান সরকারি/আধা-সরকারি বা সায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, যা জাতীয় বেতন কাঠামোর ৫ম গ্রেডের ঊর্ধ্বে,

২৪) তিনি সমাজের একজন বিজ্ঞ ব্যাক্তি এবং আর্থিক, নিয়ন্ত্রনকারী ও কর্পোরেট বিধিবিধান পরিপালনে সমর্থ।

- **স্বতন্ত্র পরিচালকের দায়িত্ব, কর্তব্য ও জবাবদিহিতা ঃ**

১) তিনি ব্যাংক পরিচালনায় ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও বিধি-বিধানের যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করবেন।

২) ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ বা অন্য কোনো আইন/বিধি পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক লঙ্ঘন বিষয়ক যে কোনো তথ্য তিনি বাংলাদেশ ব্যাংককে যথাযথভাবে অবহিত করবেন।

৩) তিনি পর্ষদ সভায় অংশগ্রহণ করবেন এবং পর্ষদ সভায় উত্থাপিত এজেন্ডাসমূহের বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত প্রদান করবেন। স্বতন্ত্র পরিচালক কর্তৃক কোনো স্মারক উত্থাপন করা হলে পরিচালনা পর্ষদকে তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে।

৪) বিআরপিডি সার্কুলার নং-০২, তারিখঃ ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ অনুযায়ী তিনি পরিচালনা পর্ষদের অন্য কোনো সহায়ক কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হলে উক্ত সার্কুলারে উল্লিখিত কমিটিগুলোর সদস্যদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও নির্দেশনাসমূহ তিনি নিষ্ঠার সাথে যথাযথভাবে পরিপালন করবেন।

৫) পর্ষদ বা পর্ষদের বিভিন্ন সহায়ক কমিটিতে স্বতন্ত্র পরিচালকের মতামতকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা না হলে অথবা ব্যাংক পরিচালনায় যে কোনো ধরনের অসংগতি পরিলক্ষিত হলে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশনসহ ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ-কে লিখিতভাবে অবহিত করবেন।

৬) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত কোনো পরিদর্শনে স্বতন্ত্র পরিচালকের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হলে বা দায়িত্বে অবহেলা জনিত বিরূপ পর্যবেক্ষণ পাওয়া গেলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭) স্বতন্ত্র পরিচালক হতে ব্যাংকের অডিট কমিটির চেয়ারম্যান/সভাপতি নির্বাচন করতে হবে। অডিট কমিটির চেয়ারম্যান/সভাপতির মেয়াদ হবে ০৩ (তিন) বছর। কোনো স্বতন্ত্র পরিচালক পরপর দুই মেয়াদে অডিট কমিটির চেয়ারম্যান/সভাপতি পদে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।

৮) তিনি পরিচালনা পর্ষদে আমানতকারী ও সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণের (পরিচালক ব্যতীত) স্বার্থ সংরক্ষণে সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন।

- **পরিচালনা পর্ষদের দায়-দায়িত্ব ও ক্ষমতা ঃ-**

১) পরিচালনা পর্ষদ ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ এবং লক্ষ্য অর্জনের কৌশল ও কার্যপরিকল্পনা বার্ষিক ভিত্তিতে প্রণয়ন করবে। নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ কৌশল প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সাংগঠনিক পরিবর্তন ও পুনর্বিন্যাস এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য নীতিগত বিষয়ে পর্ষদ বিশেষভাবে নিয়োজিত থাকবে। কার্যপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্ষদ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরীবেক্ষন করবে।

২) ব্যাংকের বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে পর্ষদ প্রধান নির্বাহী ও পর্ষদ প্রধান নির্বাহী ও প্রধান নির্বাহীর নিচের অব্যবহিত দুই স্তর পর্যন্ত কর্মকর্তাদের জন্য 'মুখ্য কর্মসম্পাদন নির্দেশক' (Key Performance Indicator-KPI) নির্ধারণ করবে এবং তা সময় সময় মূল্যায়ন করবে।

৩) বিদ্যমান আইন, বিধি ও নীতিমালার আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ প্রস্তাব মূল্যায়ন, ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরী ও বিতরণ এবং ঋণ আদায়, ঋণ পুনঃতফসিলীকরণ ও ঋণ অবলোপন সংক্রান্ত নীতিমালা, কর্মকৌশল ইত্যাদি পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে প্রণীত হবে।

৪) প্রশাসনিক কার্যক্রমে পর্ষদের চেয়ারম্যান বা পরিচালকগণ কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট হতে কিংবা হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন না।

৫) কোনো পরিচালক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঋণ প্রস্তাব অনুমোদনের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবেন না। পর্ষদ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ন করবে এবং প্রণীত নীতিমালা যথাযথভাবে পরিপালিত হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করবে। এতদসংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে এবং পর্ষদের কার্যবিবরণীতে তা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করবে। মুখ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন যথাযথভাবে পরিপালিত হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে পরিচালনা পর্ষদ তত্ত্বাবধান করবে।

৬) ব্যাংকের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ়করণ এবং আমানতকারীদের আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় সৎ, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত প্রধান নির্বাহী বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ করা ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের অন্যতম দায়িত্ব। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত এতদ্‌সংক্রান্ত নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদনক্রমে পরিচালনা পর্ষদ একজন উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ করবে।

৭) পর্ষদ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা, বহিঃনিরীক্ষা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ পরিপালনের বিষয়ে পর্ষদের অডিট কমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্ষদ পর্যালোচনা করবে।

৮) নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, শৃঙ্খলা ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, মানবসম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি সম্পর্কিত নীতি এবং চাকুরিবিধি পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রণীত এবং অনুমোদিত হবে। অনুমোদিত চাকুরীবিধির আওতায় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, শৃঙ্খলা ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসহ যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রমে পর্ষদের চেয়ারম্যান বা পরিচালকগণ কোনোভাবেই হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। বিভিন্ন পর্যায়ের নিয়োগ বা পদোন্নতির জন্য নিয়োগ ও পদোন্নতি কমিটিগুলোতে পরিচালনা পর্ষদের কোনো সদস্য অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন না। তবে শর্ত থাকে যে, প্রধান নির্বাহীর নিচের অব্যবহিত দুই স্তর পর্যন্ত কর্মকর্তাদের, যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, শৃঙ্খলা ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ পর্ষদের উপর ন্যস্ত থাকবে। এ ধরণের নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রশাসনিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যাংকের চাকুরীবিধি ও পূর্ব থেকে পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত এতদ্‌সংক্রন্ত নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৯) ঋণ/বিনিয়োগ প্রস্তাবের সঠিক মূল্যায়নে দক্ষতাসহ ব্যবসায়িক কার্যμমের বিভিন্ন দিকে ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক ইলেকট্রনিক ও তথ্য প্রযুক্তি এবং উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (MIS) চালুর বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদ বিশেষ নজর দেবে এবং তা বার্ষিক কর্মপরিকল্পনাভুক্ত থাকবে।

১০) পরিচালনা পর্ষদ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য শুদ্ধাচার নীতিমালা, Code of Conduct এবং Code of Ethics প্রণয়ন করবে, যা সব কর্মকর্তা-কর্মচারী যথাযথভাবে পরিপালন করবে। ব্যাংকে পরিপালন সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিচালনা পর্ষদ উন্নত নৈতিক মান প্রতিষ্ঠা করবে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে শুদ্ধাচার নীতিমালা পরিপালনে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত এতদ্‌সংক্রান্ত পুরস্কার নীতিমালা যথাযথভাবে কার্যকর করতে হবে।

১১) ব্যাংকের বার্ষিক বাজেট এবং বিধিবদ্ধ আর্থিক বিবরণীগুলো পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে চূড়ান্তভাবে প্রণীত হবে। ব্যাংকের আয়, ব্যয়, তারল্য সংস্থান, মেয়াদোত্তীর্ণ/অনাদায়ী ঋণ, মূলধন ভিত্তি ও পর্যাপ্ততা, প্রভিশন সংরক্ষণ এবং আইনগত কার্যক্রমসহ খেলাপী ঋণ আদায়ে গৃহীত ব্যবস্থাদি পর্ষদ পর্যালোচনা/পরিবীক্ষণ করবে।

১২) সম্পদ-দায় কমিটি (এলকো) গঠিত হয়েছে কি না এবং উক্ত কমিটি বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন অনুযায়ী যথাযথভাবে কার্যক্রম সম্পাদন করছে কি না তা পরিচালনা পর্ষদ পর্যালোচনা করবে।

১৩) ক্রয় ও সংগ্রহ কার্যক্রমের নীতিমালা ও বিধিব্যবস্থা পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রণীত হবে।

- **<u>পরিচালনা পর্ষদ ও সহায়ক কমিটির সভা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদি ঃ-</u>**

১) ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভা সাধারণভাবে প্রতিমাসে ০১ (এক) টি বা প্রয়োজনে একাধিক অনুষ্ঠিত হতে পারে।

২) ব্যাংক-কোম্পানীর পর্ষদ ও অন্যান্য কমিটির সভা যথাসম্ভব সীমিত সংখ্যক রাখা বাঞ্ছনীয়। তবে প্রয়োজনের নিরিখে কোনো মাসে ব্যাংক-কোম্পানীর পর্ষদ ও অন্যান্য কমিটির যত সংখ্যক সভাই অনুষ্ঠিত হোক না কেন, প্রতি মাসে পরিচালকগণ সর্বোচ্চ পরিচালনা পর্ষদ এবং নির্বাহী কমিটির সম্মিলিতভাবে ০৬ (ছয়) টি সভা, অডিট কমিটির ০১ (এক) টি সভা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির ০১ (এক) টি সভায় উপস্থিতির জন্য এরূপ সম্মানী প্রাপ্য হবেন।

৩) কোনো ব্যাংক-কোম্পানীর সংঘবিধি বা সংঘস্মারক অনুযায়ী উক্ত ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ সভার কোরাম সংখ্যা নির্ধারিত হতে হবে।

৪) পরিচালনা পর্ষদের সদস্যগণ যাতে প্রতি পর্ষদ সভায় কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ ও অবদান রাখতে পারেন সে লক্ষ্যে প্রতিটি সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ০২ (দুই) দিন পূর্বে সভায় উপস্থাপিতব্য স্মারক কমিটির সদস্যগণের নিকট সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

৫) এজেন্ডা বহির্ভূত কোন বিষয় পর্ষদ কর্তৃক বিবেচনা করা যাবে না।

৬) কোন বিষয়ে নোট অব ডিসেন্ট দেয়া হলে তা কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৭) ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভায় ব্যাংকের পরিচালকগণ ব্যতীত কেবল ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কোম্পানী সচিব উপস্থিত থাকবেন।

৮) বিশেষ প্রয়োজনে পর্ষদ বা পর্ষদের সহায়ক কমিটির আহ্বানক্রমে ব্যাংকের কোনো কর্মকর্তা কেবল তাঁর সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় উপস্থাপনকালে উক্ত সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন (পূর্ণকালীন সময়ের জন্য নয়)।

৯) কোনো পরিস্থিতিতেই বহিরাগত কোনো ব্যক্তি পর্ষদ সভা ও পর্ষদের সহায়ক কমিটির সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন না।

১০) ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ, নির্বাহী কমিটি, অডিট কমিটি ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাগুলো প্রধান কার্যালয়/প্রধান কার্যালয়স্থ শহরে সম্পন্ন করতে হবে। তবে, বিশেষ প্রয়োজনে প্রধান কার্যালয়স্থ শহরে/ঢাকার বাহিরে কোনো সুবিধাজনক স্থানে সভা অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা থাকলে উক্ত সভা অনুষ্ঠানের যে.ক্তিকতা উল্লেখপূর্বক সভায় উপস্থিতির সম্ভাব্য লোকবলের সংখ্যা/তালিকা ও প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিষয়ে সভা অনুষ্ঠানের ০৭ (সাত) কর্মদিবস পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণের জন্য আবেদন করতে হবে। প্রধান কার্যালয়স্থ শহরে/ঢাকার বাহিরে সভা অনুষ্ঠানের জন্য অপরিহার্য ব্যয় ব্যতীত যে কোনো বাহুল্য ব্যয় পরিহার করতে হবে।

- **<u>পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ঃ-</u>**

১) পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের মধ্য হতে একজন ০২ (দুই) বছরের জন্য চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হবেন। পরিচালক পদের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে চেয়ারম্যান পদে তিনি পুনঃনির্বাচনের জন্য যোগ্য হবেন।

২) পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান বা পর্ষদ কর্তৃক গঠিত কোনো কমিটির চেয়ারম্যান বা কোনো পরিচালক এককভাবে/ব্যক্তিগতভাবে কোনো নীতিনির্ধারণী বা নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের এখতিয়ার রাখেন না বিধায় তিনি ব্যাংকের প্রশাসনিক বা পরিচালনাগত দৈনন্দিন কাজে অংশগ্রহণ বা হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

৩) পর্ষদের পরিবীক্ষণ দায়িত্বের আওতায় পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান বা পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক গঠিত অন্য কোনো কমিটির চেয়ারম্যান ব্যাংকের কোনো শাখা বা অর্থায়ন কার্যক্রমে সরেজমিনে পরিদর্শন করতে পারবেন।

৪) তিনি ব্যাংকের পরিচালনা সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য অধিযাচন করতে বা কোনো বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দিতে পারবেন; প্রাপ্ত তথ্য বা তদন্ত প্রতিবেদন পর্ষদ সভায়/নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে পর্ষদের সিদ্ধান্তক্রমে প্রধান নির্বাহীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। তবে প্রধান নির্বাহী সম্পর্কে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলে তা পর্ষদের মাধ্যমে প্রধান নির্বাহীর বক্তব্যসহ বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করতে হবে।

৫) পর্ষদের সিদ্ধান্তক্রমে ব্যাংকের ব্যবসায়িক স্বার্থে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যানের অনুকূলে একটি অফিস কক্ষ, একজন ব্যক্তিগত সচিব/সহকারী, একজন পিয়ন/এমএলএসএস, অফিসে একটি টেলিফোন, দেশের অভ্যন্তরে ব্যবহারের জন্য একটি মোবাইল ফোন ও একটি গাড়ী দেয়া যেতে পারে।

- **পরিচালকদের ঋণদান সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ ঃ-**

১) কোন ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক উক্ত ব্যাংক-কোম্পানীতে তার নিজস্ব শেয়ারকে জামানত হিসাবে রাখিয়া কোন ঋণ, অগ্রিম, গ্যারান্টি বা অন্য কোন আর্থিক সুবিধা প্রদান করিবে না।

২) কোন ব্যাংক-কোম্পানীর কোন পরিচালককে বা পরিচালকের পরিবারের সদস্যকে জামানতী ঋণ বা অগ্রিম ব্যতীত অন্য কোনরূপ ঋণ বা অগ্রিম মঞ্জুর করিবে না বা ইহার কোন পরিচালক বা পরিচালকের পরিবারের সদস্য কর্তৃক দায় গ্রহণের ভিত্তিতে জামানতী ঋণ বা অগ্রিম ব্যতীত ঋণ, অগ্রিম, গ্যারান্টি বা অন্য কোন আর্থিক সুবিধা প্রদান করিবে না।

৩) কোন ব্যাংক-কোম্পানি তার কোন পরিচালকের পরিবারের সদস্য বা তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/কোম্পানি, যেখানে উক্ত ব্যাংক কোম্পানি বা তার পরিচালক/পরিবারের সদস্য উল্লেখযোগ্য শেয়ারধারক, পরিচালক, মালিক বা অংশীদার; অথবা যা তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবিত; অথবা এমন কোনো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি যা তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন; অথবা যেখানে তাদের শেয়ারধারণের ফলে তারা অন্তত বিশ শতাংশ (২০%) ভোটাধিকারী হন তাদের আনুকুলে বিনা জামানতে কোন ঋণ বা অগ্রিম মঞ্জুর করিবে না।

৪) কোন ব্যাংক-কোম্পানী তার কোন পরিচালক, পরিচালকের পরিবারের সদস্য, অথবা এমন কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কোম্পানী–যেখানে উক্ত ব্যাংকের কোন পরিচালক বা তার পরিবারের সদস্য উল্লেখযোগ্য শেয়ারধারক, অংশীদার, পরিচালক বা জামীনদাতা হিসেবে স্বার্থসংশ্লিষ্ট, অথবা যা তাদের দ্বারা কোনভাবে নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবিত–তাদেরকে সংশ্লিষ্ট পরিচালক ছাড়া অন্যান্য পরিচালকদের সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুমোদন ব্যতীত কোন ঋণ, অগ্রিম, গ্যারান্টি বা অন্য কোন আর্থিক সুবিধা প্রদান করতে পারবে না।

৫) কোনো পরিচালক, তার পরিবারের সদস্য, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/কোম্পানি বা যাদের সাথে তিনি গ্যারান্টর সম্পর্কিত–তাদের সম্মিলিত ঋণ সুবিধা পরিচালকের নিজ নামে ব্যাংক কোম্পানিতে ধারণকৃত শেয়ারের মূল্যের ৫০% অতিক্রম করতে পারবে না। যদি একই পরিবার থেকে একাধিক পরিচালক থাকে, তবে পরিবারের যে কোনো সদস্য মোট শেয়ারের মূল্যের ভিত্তিতে ঋণ সুবিধা নিতে পারবে, তবে সংশ্লিষ্ট পরিচালকের গ্যারান্টি থাকতে হবে। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে, পরিচালক বা তার পরিবারের সদস্যদের শেয়ার অনুপাতে ঋণ সুবিধার অংশ নির্ধারিত হবে।

৬) যদি কোনো পরিচালক/শেয়ারহোল্ডার কোম্পানি/প্রতিষ্ঠান/সংগঠন/ট্রাস্টেও শেয়ারের বিপরীতে বিদ্যমান ঋণ সুবিধা প্রদত্ত মূলধনের ৫০% অতিক্রম করে, তবে বিষয়টি অবিলম্বে পরিচালনা পর্ষদের সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংককে জানাতে হবে। একইভাবে, যদি কোনো ব্যক্তি পরিচালক/প্রতিনিধি পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং তার/তার মনোনীত প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির শেয়ারের বিপরীতে বিদ্যমান ঋণ সুবিধা ৫০% অতিক্রম করে, তবে বিষয়টি পরিচালনা পর্ষদে উপস্থাপন ও বাংলাদেশ ব্যাংককে জানাতে হবে। এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ঋণ সুবিধা বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই ৫০% সীমা অতিক্রম করা যাবে না এবং পূর্ববর্তী লেনদেন নবায়ন, সম্প্রসারণ বা শর্ত পরিবর্তন করা যাবে না।

৭) যদি কোনো পরিচালকের/প্রতিনিধি পরিচালকের এবং তাদের পরিবারের সদস্য, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/কোম্পানি, গ্যারান্টর সম্পর্কিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান, অথবা শেয়ারহোল্ডার কোম্পানি/প্রতিষ্ঠান/সংগঠন/ট্রাস্ট বা তাদের পরিচালক/অংশীদারের সাথে সম্মিলিত প্রত্যক্ষ ঋণ সুবিধা ৫০ লক্ষ টাকা বা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্মিলিত ঋণ সুবিধা ১ কোটি টাকা বা তার বেশি হয়, তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

- <u>পরিচালকের যোগ্যতা ও উপযুক্ততা সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র</u>

(ক) পরিচালক হিসেবে মনোনীত/নির্বাচিত/পুনঃনির্বাচিত প্রার্থীর তথ্যাবলী (পরিশিষ্ট-ক);
(খ) মনোনীত প্রার্থীর ঘোষণাপত্র (পরিশিষ্ট-খ);
(গ) মনোনীত প্রার্থীর গোপনীয়তা রক্ষার ঘোষণাপত্র (পরিশিষ্ট-গ);
(ঘ) স্বতন্ত্র পরিচালকের ক্ষেত্রে মনোনীত প্রার্থীর ঘোষণাপত্র (পরিশিষ্ট-ঘ); [তিনি পরিশিষ্ট ক, খ এবং গ-তে যাচিত ঘোষণাপত্রও দাখিল করবেন];
(ঙ) পরিচালক হিসেবে মনোনীত/নির্বাচিত/পুনঃনির্বাচিত ব্যক্তির নিজের এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সিআইবি প্রতিবেদন। প্রতিনিধি পরিচালকের ক্ষেত্রে নিজের এবং শেয়ারধারক প্রতিষ্ঠানের সিআইবি প্রতিবেদন;
(চ) "Enquiry Form I & Undertaking-Ka" (পরিশিষ্ট-ঙ, চ) এবং "Enquiry Form II" (পরিশিষ্ট-ছ) অনুযায়ী তথ্যাবলী;
(ছ) পরিচালক নিয়োগ/পুনঃনিয়োগ বা নিযুক্তি/পুনঃনিযুক্তি সংক্রান্ত ব্যাংকের পর্ষদ সভা/বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণীর অনুলিপি, যা ব্যাংকের কোম্পানী সচিব ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে;
(জ) প্রতিনিধি পরিচালকের ক্ষেত্রে শেয়ারধারক প্রতিষ্ঠানের মনোনয়নপত্র ও এ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানটির পর্ষদ সভার সিদ্ধান্তের অনুলিপি, যা ব্যাংকের কোম্পানী সচিব ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে;
(ঝ) পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ বিদ্যমান পরিচালকগণের একটি তালিকা;

(ঞ) নিম্নোক্ত তথ্যাবলী সম্বলিত ব্যাংকের প্রত্যয়নপত্রঃ

১) পরিচালক হিসেবে মনোনীত/নির্বাচিত/পুনঃনির্বাচিত ব্যক্তির নিজের কিংবা স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে এবং প্রতিনিধি পরিচালকের ক্ষেত্রে তাঁর নিজের এবং শেয়ারধারক প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত ঋণ খেলাপী নয়;
২) তাঁর পরিবারের অন্য কোনো সদস্য একই ব্যাংকের পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন কি না;
৩) তিনি একই ব্যাংকের কোনো সাবসিডিয়ারী কোম্পানীর পরিচালক কি না;
৪) তিনি একই ব্যাংকের বহিঃহিসাব নিরীক্ষক, আইন উপদেষ্টা, উপদেষ্টা, পরামর্শক বা অন্য কোনভাবে লাভজনক পদে নিয়োজিত নন;
৫) তিনি অন্য কোনো ব্যাংক-কোম্পানী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমা কোম্পানী বা উক্তরূপ কোম্পানীসমূহের কোনো সাবসিডিয়ারী কোম্পানীর পরিচালক, উপদেষ্টা, পরামর্শক বা অন্য কোনোভাবে লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত নন;
৬) ব্যাংকের ব্যবস্থাপনার সাথে অতীত/বর্তমানে তাঁর কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল/রয়েছে কি না;
৭) স্বতন্ত্র পরিচালকের ক্ষেত্রে তিনি ব্যাংকের কোনো শেয়ার ধারণ করছেন না এবং ব্যাংকের সাথে অতীত/ বর্তমানে তাঁর কোনো প্রকৃত স্বার্থ কিংবা দৃশ্যমান স্বার্থের বিষয় জড়িত নেই/ছিল না;
৮) তিনি নিজে কিংবা প্রতিনিধি পরিচালকের ক্ষেত্রে শেয়ারধারক প্রতিষ্ঠান ব্যাংকের কত শতাংশ শেয়ার ধারণ করছেন/করছে। তাঁর পরিবারের সদস্যগণ ও তাঁদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/কোম্পানী ব্যাংকের শেয়ার ধারণ করছেন/করছে কি না।

- <u>পরিচালক কর্তৃক গোপনীয়তা রক্ষার ঘোষণাপত্র ঃ-</u>

পরিচালক হিসেবে নিযুক্তির পর একজন পরিচালক এ মর্মে ঘোষণাপত্রে (**পরিশিষ্ট-গ**) স্বাক্ষর করবেন যে, পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তার বিবেচনার্থে উপস্থাপিত কোনো বিষয় অথবা পরিচালক হিসেবে তার গোচরীভূত কোনো বিষয় প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিবে না। তবে, তার দায়িত্ব পালনের জন্য আবশ্যক হলে অথবা প্রচলিত আইনের বিধান অনুযায়ী বাধ্য হলে অথবা পর্ষদ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলেই কেবল তা প্রকাশ করবে।

- <u>পরিচালকদের প্রদেয় সম্মানী ও আন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি ঃ-</u>

ক) পরিচালনা পর্ষদ/সহায়ক কমিটির সভায় উপস্থিতির জন্য পরিচালকদের প্রদেয় সম্মানীর উর্ধ্বসীমা হবে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা।

খ) ব্যাংক-কোম্পানীর পর্ষদ ও অন্যান্য কমিটির সভা যথাসম্ভব সীমিত সংখ্যক রাখা বাঞ্ছনীয়। তবে প্রয়োজনের নিরিখে কোনো মাসে ব্যাংক-কোম্পানীর পর্ষদ ও অন্যান্য কমিটির যত সংখ্যক সভাই অনুষ্ঠিত হোক না কেন, প্রতি মাসে পরিচালকগণ সর্বোচ্চ পরিচালনা পর্ষদ এবং নির্বাহী কমিটির সম্মিলিতভাবে ০৬ (ছয়) টি সভা, অডিট কমিটির ০১ (এক) টি সভা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির ০১ (এক) টি সভায় উপস্থিতির জন্য এরূপ সম্মানী প্রাপ্য হবেন।

গ) স্বতন্ত্র পরিচালকগণ ১২.২ (ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত সম্মানী ছাড়াও প্রতিমাসে স্থায়ী সম্মানী বাবদ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা (প্রযোজ্য কর কর্তন সাপেক্ষে) প্রাপ্য হবেন।

****